যায়যায়দিন

তারিখ 02 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নন-এমপিও শিক্ষক অনশন

সম্মানজনক সমাধানই প্রত্যাশিত

দেশের শিক্ষা-বিস্তারে এবং সর্বস্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সম্প্রতি সরকার ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছে। এতে বোঝা যায়, শিক্ষা নিয়ে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। এছাড়া শিক্ষা খাতে বরাদ্দও হয়েছে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষ বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও আচরণে। মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা মিলে প্রায় সাত হাজার প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। ২০১২ সালেও তাদের তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার একাধিকবার আলোচনার আশ্বাস দিয়েছে, সর্বশেষ ১১ ডিসেম্বর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই শিক্ষকদের দাবি নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু সে আলোচনা কোনো এক অজানা কারণে স্থগিত করা হয়েছে। ফলে বিষয়টিকে শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা বলেই মনে করছেন। তাই আবারো তারা 'নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' ব্যানারে জোর আন্দোলনে নেমেছেন। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন করতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে শিক্ষকরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে শুয়ে বসে বিক্ষোভ ও আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করলে পুলিশ তাদের প্রচারণা মাইক কেড়ে নিয়ে নির্দয়ভাবে তাদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও মরিচের গুঁড়ার স্প্রে ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় অর্ধশত শিক্ষক আহত হন। শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অনশন কর্মসূচিতে পুলিশি হামলা নিঃসন্দেহে অমানবিক বলে আমরা মনে করি।

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এমপিওভুক্ত এবং নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছে। একে অবহেলা করার সুযোগ নেই। একটি সভ্য দেশে জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকরা কখনো অবহেলিত থাকতে পারেন না। ফলে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের দায়িত্বশীল মহল আলোচনা করে একটি সন্তোষজনক সমাধানের ব্যবস্থা নেবে- এমনটিই আশা করে সবাই। শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বাজেট থাকা সত্ত্বেও দেশের বিশাল শিক্ষক সম্প্রদায় যথোপযুক্ত বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত থাকবে তা মেনে নেয়া কষ্টকর। শিক্ষকরা তাদের বেতন-ভাতার জন্য রাজপথে আন্দোলনে নামলে সেটিও একটি দেশের জন্য লজ্জাজনক বলেই মনে হয়। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি করতে সরকারের সামর্থ্যের প্রশ্ন জড়িত তাই বিষয়টি সরকারকে অবশ্যই আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে নন-এমপিও শিক্ষকদের নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য বেতন-ভাতা আশা করা অন্যায্য নয়। সুতরাং বেতন-ভাতার দাবিতে তাদের আন্দোলনও সঙ্গত। কিন্তু তাদের আন্দোলন বন্ধ করতে পুলিশি আক্রমণ কোনো অবস্থায় আমরা সঙ্গত মনে করি না। সরকারকে মনে রাখতে হবে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে কোনো ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন কখনো বন্ধ করা সম্ভব নয়। ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে না। শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হলে শিক্ষা বিস্তারে আরো গতি আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে এমপিও তালিকাভুক্ত করা যায় কিনা সেটিও সরকারকে ভাবতে হবে।

তথ্যমতে, দেশে সাত হাজারের মতো নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোয় শিক্ষামন্ত্রীর ইতিবাচক সাড়া থাকার পরও এমপিওভুক্তি করা হয়নি। ২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষকরা ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এসব প্রেক্ষিত বিবেচনায় আমরা সরকারের প্রতি জোর আবেদন রাখব। শিক্ষকের এমপিওভুক্তিসহ দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনায় বসে শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছতে হবে। শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোনিবেশের সুযোগ দেয়া হোক- দেশবাসী এটাই প্রত্যাশা করে।

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছে। একে অবহেলা করার সুযোগ নেই। একটি সভ্য দেশে জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকরা কখনো অবহেলিত থাকতে পারেন না।